দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রশ্নপত্র ফাঁস

নবম ও দশম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি উদঘাটনে গঠিত তদন্ত কমিটি এ সম্পর্কে বলেছেঃ নবম ও দশম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। পর পর দু'টি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় কমিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এতে কমিশনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট যত্নের অভাব প্রতীয়মান হয়েছে। নবম বিসিএস পরীক্ষার প্রার্থীদের আবেদনপত্র কর্মকমিশনের কর্মকর্তাগণ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করেননি। এর জন্যে পরীক্ষার্থীরা অনাবশ্যক হয়রানির শিকার হয়েছেন। তদন্ত কমিটি প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষার্থীদের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইয়ে ত্রুটির জন্যে দায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করেছে। নবম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া সম্পর্কে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঐ পরীক্ষায় মোট ৮টি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। এ ব্যাপারে সিআইডি যে তদন্ত চালায় তাতে দেখা যায়, বিজি প্রেসের একজন কর্মচারী ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কয়েকজন কর্মচারী এ কাজ করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই ঘটনার পর পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রশ্নপত্রের জন্যে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। কিন্তু, তারপরও দশম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। এ সম্পর্কে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, কমিশনের অফিস থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ বিষয়ে সিআইডির রিপোর্টে সরকারী ছাপাখানার কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে থাকতে পারে মন্তব্য করা হয়েছে।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা আমাদের দেশে মোটেই নতুন কিছু নয়। এসএসসি থেকে মাস্টার ডিগ্রী পর্যন্ত প্রায় সকল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইতিমধ্যেই এক বা একাধিকবার কোনো না কোনোভাবে ফাঁস হয়ে গেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্য এবং প্রয়োজনীয়তা— কোনোভাবেই থাকে না। পরীক্ষা শিক্ষা ও মেধা যাচাইয়ের মাপকাঠি। প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে যাচাইয়ের এই কাজটি শুধু ব্যাহত ও ব্যর্থই হয় না, ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষা ও মেধায় যোগ্যতর পরীক্ষার্থী প্রার্থিত সুফল থেকে বঞ্চিত হয় এবং তুলনামূলকভাবে কম যোগ্য পরীক্ষার্থী অপ্রত্যাশিত সুফল লাভ করে লাভবান হয়ে যায়। কাজেই, প্রশ্নপত্র ফাঁস শুধু গুরুতর অপরাধ নয়, শিক্ষা, মেধা ও যোগ্যতা যাচাইয়ের এই ব্যবস্থাকে অকার্যকর ও ব্যর্থ করে দেয়ারও এটা একটা ষড়যন্ত্র বটে। প্রায় প্রতি বছর কোনো না কোনো পরীক্ষার এক বা একাধিক প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে ধারাবাহিক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তাতে স্বভাবতঃই উদ্বিগ্ন হতে হয়। পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন এখন কেন, বহুদিন ধরেই সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে অনেক কথা, অনেক আলোচনা, অনেক লেখালেখি হয়েছে। নকল ও অসদুপায় প্রতিরোধে বিভিন্ন পরীক্ষায় বহুবিধ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু, তাতে লাভ খুব বেশী হয়নি। বিগত এসএসসি ও চলতি ডিগ্রী পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বনের যে সব ঘটনা ধরা পড়েছে, তাতে একথা বলা যায়, পরীক্ষার সঙ্গে নকল ও অসদুপায় অবলম্বন এখনও অচ্ছেদ্য হয়ে আছে। এর সঙ্গে এসে যোগ হয়েছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা। পরীক্ষায় কড়াকড়ি যত আরোপিত হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তত বাড়ছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে, পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল বা অসদুপায় অবলম্বনের জন্যে প্রধানতঃ পরীক্ষার্থীদের দায়ী করা হয়। এছাড়া, একশ্রেণীর শিক্ষক ও কর্মচারীও এ কাজে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে বা ফাঁসের প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরীক্ষার্থী নয়, একশ্রেণীর শিক্ষক এবং পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীই যুক্ত। শোনা যায়, এটা না-কি এখন একটা বড় রকমের লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। বলা বাহুল্য, যারা এই দুর্নীতি, অনিয়ম করছে তারা শিক্ষা ও পরীক্ষার্থীদেরই ক্ষতি করছে না, জাতিরও মারাত্মক ক্ষতি করছে। এই জঘন্য অপরাধ কোনোভাবেই প্রশ্রয় পেতে পারে না। যারা এটা করছে, তাদের কঠোর শাস্তি দেশবাসী আশা করে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অপরাধে দোষী বলে চিহ্নিত ব্যক্তিদের কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, আমরা জানি না। আমরা চাইব, বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে।